গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), জামালপুর
এবং

চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৮-জুন ৩০, ২০১৯

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
উপক্রমণিকা (preamble)	৪
সেকশন১: রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন২ : কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কর্মসম্পাদন সূচক, কার্যক্রম এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	৬-১০
সংযোজনী১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	১২
সংযোজনী২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি	১৩-১৫
সংযোজনী৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের অন্যান্য কার্যালয়ের নিকট সুনির্দিষ্ট চাহিদা	১৬

জামালপুর জেলা রাজস্ব প্রশাসনের, কর্মসম্পাদনের সার্বিকচিত্র

(Overview of the Performance of Jamalpur Land Administration)

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (বিগত ৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহঃ

বিগত তিন বছরে ভূমি উন্নয়ন কর (সাধারণ) প্রায় ৭.৯৭ কোটি টাকা ও (সংস্থার) ৪.১১ কোটি টাকা সর্বমোট ১২.০৮ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। ১৪টি গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৪৫৯টি পরিবারকে পুর্নবাসনসহ ১৩৩.৩৮ একর কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানের মাধ্যমে ৬৬০টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। জামালপুর জেলার সদর উপজেলায় আইটি পার্ক স্থাপনের জন্য ৫.২৩ একর, জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুকূলে ৯২.৯৫ একর এবং শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে ১৬.৫০ একর অকৃষি খাসজমির দলিল হস্তান্তর করা হয়েছে। তাছাড়া "শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ" নির্মাণের নিমিত্ত ৫.০০ একর, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) নির্মাণের জন্য ১.৫০ একর, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নির্মাণের লক্ষ্যে ৩০ একর, জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণের জন্য ৩৪৩.৯৭ একর, পল্লী উন্নয়ন একাডেমির অনুকূলে ৫০ একর, বাপেক্স এর অনুসন্ধান কূপের জন্য ৫.৮০ একর ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে অবকাঠামোগত উন্নয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ০৮ টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, জামালপুর জেলায় নগর স্থাপত্যের পুন:সংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন/নির্মাণ প্রকল্প, বালাসী-বাহাদুরাবাদ ঘাটে ফেরী সার্ভিস চালু, শেরপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল সংলগ্ন জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল-২, জামালপুর শহরের গেইটপাড় এলাকায় রেলওয়ে ওভারব্রীজ ও শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইন্সিটিটিউট নির্মাণ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহঃ

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে প্রতি বছর বন্যা কবলিত হওয়া জামালপুরের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। যমুনা এবং ব্রহ্মপুত্রের প্রবল স্রোতে প্রায় প্রতিবছর নদী ভাঙনের ফলে তীরবর্তী জনপদের মানুষ বাস্তুভিটা হারিয়ে ভূমিহীন হচ্ছে, ফলে ভূমিহীন পরিবার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা একটি বড় সমস্যা। এছাড়া অব্যাহত নদী ভাঙনের সাথে সাথে নতুন জেগে ওঠা চর এলাকা দখল-বেদখল ও সিকস্তি-পয়স্তি বিষয়ক জটিলতা ও যথাসময়ে দিয়ারা জরিপ না হওয়া এ জেলার রাজস্ব প্রশাসনের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রায় অধিকাংশ ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সীমানা প্রাচীর না থাকায় রাজস্ব কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। প্রতি বছর বন্যায় প্লাবিত হওয়ায় ও পলি পড়ে মাটি ভরাটের ফলে জল মহালসমূহের ইজারা প্রদানে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। রাজস্ব প্রশাসনে জনবল সংকট জামালপুরের অন্যতম চ্যালেঞ্জ । জরাজীর্ণ ভূমি অফিস ভবন এবং বেশ কিছু ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নিজেস্ব ভবন না থাকায় অফিস কার্যক্রম পরিচালনা কঠিন হলেও সেবা প্রদান অব্যাহত রাখা হয়েছে।

ভবিষৎ পরিকল্পনাঃ

ভূমি সেবা ডিজিটালাইজেশন করার পূর্বে বিদ্যুৎবিহীন ১৩টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিত করা হবে। দক্ষ, স্বচ্ছ ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে ভবিষ্যৎ উদ্যোগসমূহ:

- সেবা সহজিকরণ ও জনগণের হয়রানি বন্ধের জন্য অনলাইন ভিত্তিক সেবা অর্থাৎ ই-নামজারি সেবা চালুকরণ।
- ভূমি উন্নয়ন করের দাবি সম্বলিত (রিটার্ন-৩) প্রস্তুতপূর্বক ওয়েবসাইটে প্রদর্শন।
- নদীর ভাঙন কবলিত মৌজায় এডি লাইন টানা।
- পৌর এলাকার খাসজমি চিহ্নিতকরণ ও ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সম্ভাব্য অর্জনসমূহঃ

- ৮২% নামজারী মোকদ্দমা নিষ্পত্তির মাধ্যমে ৭৮% খতিয়ান হালনাগাদ করা হবে।
- ভূমি উন্নয়ন কর ও কর বহির্ভূত রাজস্বের বিভিন্ন খাত হতে আনুমানিক ০৪ কোটি টাকা আদায় করা হবে।
- সাতটি নতুন গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ করে ভূমিহীনদের পূর্নবাসিত করা হবে।
- সাতটি উপজেলা ভূমি অফিসের সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা হবে।
- পিআরএল অনুমোদনের ০২ মাস পূর্বে পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন আদেশ একত্রে জারিকরণ।

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতাবৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যব্যহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), জামালপুর

এবং

চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড-এর মধ্যে ২০১৮ সালের জুন মাসের ২০ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)

দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

দক্ষ, আধুনিক ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত জনবান্ধবসেবা নিশ্চিতকরণ

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

১.৩.১ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. ভূমি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি
২. রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি
৩. ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা হ্রাস
৪. ভূমি বিরোধ হ্রাস

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন
২. কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন
৩. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
৪. তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions):

১. সরকারের ভূমি সংস্কার নীতি বাস্তবায়ন
২. ভূমি রাজস্ব/ভূমি উন্নয়ন করের সঠিক দাবী নির্ধারণ, আদায়, কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় এবং ভূমি উন্নয়ন কর আদায় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
৩. ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান
৪. ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরগুলোর বাজেট ব্যবস্থাপনা ও তদারকি
৫. উপজেলা ভূমি অফিস, ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ
৬. খাসজমি ব্যবস্থাপনা
৭. অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা
৮. সায়রাত মহল ব্যবস্থাপনা
৯. গুচ্ছগ্রাম সৃজন